ঘূর্ণিঝড় কবলিত সুন্দরবনে
সামাজিক তদারকি কোথায় কতটুকু দরকার

(৭ জুন সংবাদমন্থন আয়োজিত কর্মী সভা থেকে উঠে আসা)

- সরকারি ও বেসরকারি স্তরে ত্রাণের প্রচুর জোগান জড়ো হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সব জিনিসটার ওপর কোন মানবিক নজরদারি (Monitoring) বা তদারকি গড়ে ওঠেনি। ফলে কোনও কোনও জায়গায় কোনও বিশেষ সামগ্রীর অভাব রয়েছে। নদীর পাড়ে, বড়ো রাস্তার ধারের অংশে যারা বাস করে, তাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ত্রাণ পৌঁছচ্ছে। আর একটু ভেতরের দিকে যাদের বাস, তাদের অবস্থা খারাপ হলেও, ত্রাণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত পৌঁছচ্ছে না। তাই দরকার কার্যকর ত্রাণ, রুটিনমাফিক নয়।
- যেসব জায়গায় জল দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দূষিত হচ্ছে, সেখানে মহামারীর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।
- ছোটো মোল্লাখালি, ১০নং সাতজেলিয়ার মতো যেসব জায়গায় বাঁধ নিশ্চিহ্ন হয়ে বসতি ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানে গিয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।
- ত্রাণ নিয়ে অপচয় ও দুর্নীতির একটা বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই ত্রাণ সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে এক জায়গায় আসা দরকার।
- প্রবীণেরা বলছেন, এরপর এই জমি চাষযোগ্য হতে দু'তিন বছর সময় লাগবে। তাহলে মানুষের জীবিকা কী হবে? কী ধরনের দেশি বীজ দিয়ে দোআঁশলা জলে (নোনা জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশলে যা হয়) চাষ সম্ভব?
- গ্রামীন ইটভাটা তৈরিতে বন ধ্বংস করা হচ্ছে, করাত কল বন ধ্বংস করছে ও গাছ কাটছে ও রাজনৈতিক দলের সহায়তায় ম্যানগ্রোভ কেটে বসতি স্থাপন করা হচ্ছে। এই লোভকে নিবৃত্ত করা দরকার।
- একটা গাইড বুক বা ডিরেক্টরি দরকার, যেখানে সুন্দরবন সম্পর্কিত দরকারি তথ্য ও যোগাযোগের সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কোন দপ্তর কী বিষয়ে দায়বদ্ধ জানা দরকার।

সুন্দরবনে নদীবাঁধ সংক্রান্ত কথাবার্তা

- আপাতত নদীবাঁধগুলো ঠিক করা দরকার। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদিভাবে সুন্দরবন, তার প্রকৃতি ও জনপদ সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা দরকার। বাঁধের বিষয়টাকেও তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
- নদীবাঁধ রক্ষা করতে গেলে বাঁধের ধার দিয়ে দিয়ে ১০০ ফুট ভিতর পর্যন্ত গাছ লাগানো দরকার।
- সমস্ত রাস্তা উঁচু করা দরকার, কারণ সুন্দরবনে বাঁধই রাস্তা, রাস্তাই বাঁধ। উঁচু রাস্তা নিজেই আঞ্চলিক বাঁধ হিসেবে কাজ করবে।
- সমস্ত বাঁধে স্লুইস গেট যথেষ্ট লাগানো দরকার, যাতে জল বের করে দেওয়া যায়, বা প্রয়োজনমতো ঢুকতে দেওয়া যায়।

সুন্দরবনে নদীবাঁধের ব্যাপারে নদীবিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্রের পর্যবেক্ষণ, সংবাদমন্থনের ১ জুন ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত

২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে বন্যা মোকাবিলার জন্য জাতীয় স্তরে 'ন্যাশনাল ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট পলিসি' তৈরি করা হয়। তার আগে পার্লামেন্টে বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন 'ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৫' পাশ হয়েছিল। জাতীয় স্তরে ঠিক করা হল, আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ-কেন্দ্রীক প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস থেকে সরে এসে আগে থেকেই সক্রিয় হব। আগে থেকেই সক্রিয় (প্রোঅ্যাক্টিভ) হওয়ার তিনটি দিক — বিপর্যয় রোধ করা, তার তীব্রতা কমানো এবং আগাম প্রস্তুতি। আমি দুটো উদাহরণ দিতে পারি। ২০০৮-এর ১৮ আগস্ট কোশি নদীর বন্যায় ৪০ লক্ষ এবং আজকের 'আইলা'র ৫০ লক্ষাধিক মানুষের বিপর্যয়ে কোন আগাম প্রস্তুতি ছিল না। আইলা যখন ৭০০ কিমি দূরে, ৪৮ ঘন্টা আগে আইএমডি সতর্ক করেছিল, কিন্তু আমাদের কোন প্রস্তুতি ছিল না। ন্যাশনাল ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট পলিসিতে রাজ্য স্তরেও পলিসি তৈরির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে বিপর্যয়-মানচিত্র তৈরি করা এবং বিপর্যস্ত হতে পারে এমন জায়গাগুলো চিহ্নিত করার কথা। সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় নতুন

কোন বিষয় নয়। গত শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরের উপকূল (সুন্দরবন সহ) ৯৪ বার ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আজও আমরা তা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নই।

সরকারের এখনই ভাবা দরকার, সুন্দরবনের বাঁধগুলোকে নিয়ে কী হবে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্রিটিশরা সুন্দরবনের অপরিণত ভূমিভাগ — যেখানে ভূমিগঠনের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ ছিল — জঙ্গল কেটে হাসিল করে এবং নদীর দুই পাড়ে বাঁধ দিয়ে সেই জমিকে বসতি ও কৃষির উপযোগী করে তোলে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার এক দীর্ঘমেয়াদি কুফল এখন দেখা যাচ্ছে। ভরা জোয়ারে বা বর্ষায় প্লাবনভূমিতে পলিসিক্ত জল ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে প্লাবনভূমি গঠনের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু যে পলি প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে যেত, সেই পলি নদীখাতে জমে যাওয়ার ফলে নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক স্থানে ভরা জোয়ারে নদীর জল প্লাবনভূমির থেকে অন্তত দু'মিটার উঠে থাকে। একবার বাঁধ ভাঙলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয় এবং সেই জল আর নদীতে ফেরে না। ফলে বাঁধকে ক্রমাগত উঁচু করে বা শক্ত করে এর সমাধান হবে না। আবার সব বাঁধ ভেঙে ফেলে নদীকে মুক্ত করে দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং ভাবতে হবে বিকল্প পরিকল্পনার কথা। পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করে জোয়ারের জল ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এই কাজ করার আগে ওই এলাকার বসতি সাময়িকভাবে সরিয়ে নিতে হবে। বছর দুয়েক ধরে ক্রমাগত পলিসিক্ত জল প্লাবনভূমিতে ঢুকতে দিলে ওই জমি ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠবে। তখন আবার সেই জমি পুনর্ব্যবহারের কাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু এজন্য চাই সামগ্রিক পরিকল্পনা। একাজ করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে — নদীর গতিশীল ভারসাম্য যতদূর সম্ভব অক্ষত রেখে। শুধু বাঁধ আরও উঁচু করা বা শক্ত করার প্রস্তাব কোন স্থায়ী সমাধানের পথ নয়। ভাবতে হবে সুন্দরবনের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নদী পরিকল্পনার কথা।

এছাড়াও তিনি ৭ জুন ২০০৯ সুন্দরবনে ত্রাণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত কর্মীসভায় আশু ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, নেদারল্যান্ডের পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সুন্দরবনের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কথা বলেন। সেগুলি সাথের এম পি থ্রি অডিও ফাইলে দেওয়া হলো।